আসানসোল শিল্পাঞ্চলের উদ্যোগ

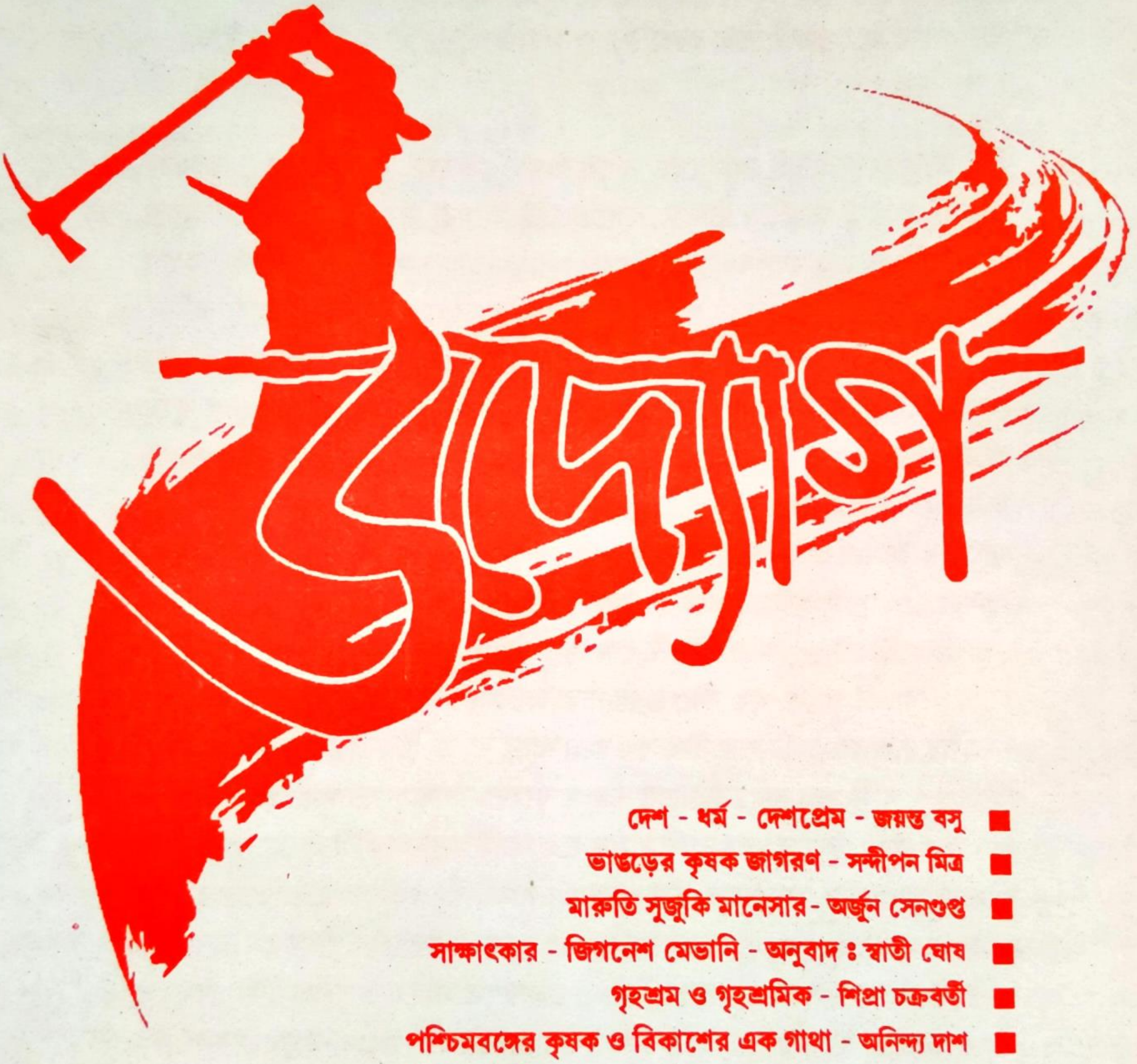

দেশ - ধর্ম - দেশপ্রেম - জয়ন্ত বসু ■

ভাঙড়ের কৃষক জাগরণ - সন্দীপন মিত্র ■

মারুতি সুজুকি মানেসার- অর্জুন সেনগুপ্ত ■

সাক্ষাৎকার - জিগনেশ মেভানি - অনুবাদ ঃ স্বাতী ঘোষ ■

গৃহশ্রম ও গৃহশ্রমিক - শিপ্রা চক্রবর্তী ■

পশ্চিমবঙ্গের কৃষক ও বিকাশের এক গাথা - অনিন্দ্য দাশ ■

জেনেরিক প্রেসক্রিপশনে কতোটা লাভ হবে - ডা পুণ্যব্রত গুণ ■

রাজনৈতিক অর্থনীতি - তপন গাঙ্গুলি ■

রাচেল কারসন - অনুবাদ ঃ জয়া মিত্র ■

অ্যাসিড সন্ত্রাস - সুপর্ণা ■

৬ষ্ঠ বর্ষ ■ ৪র্থ সংখ্যা ■ আগস্ট ২০১৭ ■ বিনিময় ২৫ টাকা

জেনেরিক প্রেসক্রিপশনে কতোটা লাভ হবে জনসাধারণের?

ডা পুণ্যব্রত গুণ

২০০২-এ মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া তার কোড অফ এথিক্সে বলে — 'প্রত্যেক চিকিৎসকের যথাসম্ভব জেনেরিক নামে ওষুধ লেখা উচিত, তাঁর নিশ্চিত হওয়া উচিত যাতে তাঁর প্রেসক্রিপশন ও ওষুধের ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত হয়।' পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিল কিন্তু তার কোড অফ এথিক্সে এই কথাটি বাদ দিয়েছিল।

২০০৫-এ পশ্চিমবঙ্গ সরকার নির্দেশনামা জারি করে সরকারি ডাক্তারদের জেনেরিক নামে ওষুধ লেখা বাধ্যতামূলক করেছিলেন। অধিকাংশ সরকারি ডাক্তার অবাধ্য থেকে যান।

২০১২-র ফেব্রুয়ারি মাসে আবার উদ্যোগ নেয় বর্তমান সরকার। প্রথম পর্যায়ে মেডিক্যাল কলেজ, আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে জেনেরিক নাম ব্যবহার করার আদেশ দেওয়া হয়।

২০১৭-র ১৭ই এপ্রিল সুরাটের এক দাতব্য হাসপাতাল উদ্বোধন করতে গেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নিজের ভাষণে তিনি বলেন — ডাক্তারদের এবার থেকে ওষুধের জেনেরিক নামে প্রেসক্রিপশন করতে হবে রোগীরা যাতে দামি ব্র্যান্ড কিনতে বাধ্য না হন। প্রেসক্রিপশন লিখতে হবে ব্লক ক্যাপিটাল অক্ষরে, পড়তে যাতে অসুবিধা না হয়।

২১শে এপ্রিল মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (এম সি আই) নির্দেশ দিল — সমস্ত চিকিৎসককে ওষুধ লেখার সময় জেনেরিক নামে স্পষ্ট অক্ষরে (বড় অক্ষর অর্থাৎ capital letters-এ হলে ভাল হয়) লিখতে হবে। তাঁদের প্রেসক্রিপশন ও ওষুধের ব্যবহার যেন যুক্তিসঙ্গত হয়। রেজিস্টার্ড ডাক্তাররা এই নিয়ম না মানলে তাঁদের বিরুদ্ধে স্টেট মেডিক্যাল কাউন্সিল ব্যবস্থা নেবে।

দেখা যাক, সাধারণ মানুষের কতোটা কাজে লাগবে জেনেরিক প্রেসক্রিপশনের দাওয়াই।

জেনেরিক নাম ব্যাপারটা কী? কেন ওষুধ-কোম্পানিগুলো জেনেরিক নামের ওষুধ সরবরাহ করতে চায় না? ডাক্তাররা কেন জেনেরিক নামের বদলে ব্র্যান্ড নামে ওষুধ লেখেন? ডাক্তার জেনেরিক নামের ওষুধ লিখলে তা কি ওষুধের দোকানে পাওয়া যাবে? — এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা দরকার।

ওষুধের আসলে তিনটি নাম।

প্রথম নামটি পুরো রাসায়নিক নাম, যা কাজে লাগে রসায়নবিদদের।

দ্বিতীয় নামটি গোত্র নাম বা জেনেরিক নাম, এই নাম ব্যবহার করা হয় ওষুধ-বিজ্ঞান সহ চিকিৎসাবিদ্যার অন্যান্য শাখার আলোচনায়।

তৃতীয় নামটি হল ব্র্যান্ড নাম বা বাণিজ্যিক নাম। একটি ওষুধের বাণিজ্যিক নাম অবশ্য একটি নয়। একই ওষুধের আলাদা আলাদা ওষুধ-কোম্পানি আলাদা আলাদা নাম দেয়। বলা যেতে পারে এই নাম ওষুধ কোম্পানির বাণিজ্যিক সম্পত্তি।

একটি উদাহরণ দেখুন। প্যারাসিটামল ওষুধটি আমাদের খুব চেনা, জ্বর-ব্যথায় আকছার ব্যবহার করা হয়। এর রাসায়নিক নাম— N-(4-hydroxyphenyl) ethanamide N-(4-hydroxyphenyl) acetamide। জেনেরিক নাম প্যারাসিটামল (paracetamol); আমেরিকায় অবশ্য এসিটামিনোফেন (acetaminophen) জেনেরিক নামে একে ডাকা হয়। বাজারে যেসব নামে প্যারাসিটামল পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে বহুল-প্রচারিত ক্যালপল (Calpol) আর ক্রোসিন (Crocin)।

জেনেরিক নাম নয় আসলে বলা উচিত 'আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নাম'।

জেনেরিক নামের আসল অর্থ গোষ্ঠী নাম। জেনেরিক নাম বলতে ওষুধের ক্ষেত্রে কিন্তু ওষুধের একটি গোষ্ঠীর (এক ধরনের কিছু ওষুধের) নাম না বুঝিয়ে একটি ওষুধের নাম বোঝানো হয়। তাই জেনেরিক নামের বদলে বলা উচিত আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নাম (International Nonproprietary Name)।

আগে একই ওষুধ ভিন্ন ভিন্ন দেশে পরিচিত হিল ভিন্ন ভিন্ন নামে। বছর ৫০ আগে নামে সমতা আনার প্রয়াস শুরু হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ওষুধের আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নাম ঠিক করে। বেশির ভাগ দেশই এখন আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নাম ব্যবহার করে। ব্যতিক্রম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র — যেমন আমরা দেখেছি প্যারাসিটামলকে সে দেশে ডাকা হয় এসিটামিনোফেন নামে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নামগুলি (USA National Names)-কে অবশ্য আস্তে আস্তে আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নামে পরিবর্তিত করা হচ্ছে। ব্রিটেনে অনুমোদিত নামগুলো (British Approved Names - BAN)-ও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নামে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নাম ঠিক করা হয় এভাবে —

আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নাম ঠিক করার সময় তিনটি বিষয় দেখা হয় —

১। উচ্চারণে ও বানানে যাতে বৈশিষ্ট্য থাকে, হাতের লেখাতেও যাতে অসুবিধা না হয়।

২। চলতি অব্যবসায়িক নাম বা বাণিজ্যিক নামগুলোর সঙ্গে যাতে এ নাম গুলিয়ে না যায়।

৩। নাম থেকে যাতে একই ধরনের বিভিন্ন ওষুধের পারস্পরিক সম্পর্ক আন্দাজ করা যায়।

অব্যবসায়িক নাম থেকে কী ভাবে একই ধরনের ওষুধগুলিকে চেনা যায় দেখুন।

• ডায়াজিপাম, নাইট্রাজিপাম, ফ্লুরাজিপাম — এই প্রশান্তিকারক ওষুধগুলো সব বেঞ্জোডায়াজেপিন।

• প্রোপ্রানোলল, এটেনেলল, মেটোপ্রোলল — 'ওলল' দিয়ে শেষ হওয়া ওষুধগুলো প্রেসার কমানোর ওষুধ, যাদের বলা হয় এড্রেনোরিসেপ্টর ব্লকার বা বিটা-ব্লকার।

• এনালাপ্রিল, রেমিপ্রিল, লিসিনোপ্রিল — 'প্রিল' দিয়ে শেষ হওয়া প্রেসারের ওষুধগুলো এসিই-ইনহিবিটর।

• 'ফ্লক্সাসিন' দিয়ে শেষ হওয়া নরফ্লক্সাসিন, সিপ্রোফ্লক্সাসিন, গ্যাটিফ্লক্সাসিন ইত্যাদি কুইনোলন জীবাণুনাশক।

কিভাবে আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নাম লেখা হবে তারও নিয়ম ঠিক করা আছে বিভিন্ন দেশে। আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নাম ব্র্যান্ড নামের ঠিক নীচে লিখতেই হয়। কোনো কোনো দেশে আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নাম ছাপা হয় যে সাইজের অক্ষরে ব্র্যান্ড নাম ছাপা হয়েছে অন্তত তার অর্ধেক সাইজের অক্ষরে। কোনো কোনো দেশে আবার আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নাম ছাপতে হয় ব্র্যান্ড নামের চেয়ে বড় অক্ষরে। কোনো দেশ আবার রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ব্র্যান্ড নামের ব্যবহার তুলেই দিয়েছে।

কেবল আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নাম ব্যবহারে কী সুবিধা?

• ওষুধবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের বইপত্রে -পড়াশুনায় কেবল আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নামই ব্যবহৃত হয়।

• চিকিৎসাবিজ্ঞানের জার্নাল ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রকাশনাগুলিতেও কেবল আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নাম ব্যবহার করা হয়।

• বাজারে একাধিক ওষুধের নির্দিষ্ট মাত্রায় মিশ্রণে তৈরি প্রচুর ফর্মুলেশন পাওয়া যায়, যেগুলির অধিকাংশই অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয়। আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নাম ব্যবহার চালু হলে ওষুধ কোম্পানিগুলো বেশি সংখ্যায় একক ওষুধের ফর্মুলেশন উৎপাদন ও বিক্রি করতে বাধ্য হয়।

• ওষুধের নাম দেখেই সেটা কোন ধরনের ওষুধ বোঝা সহজ হবে। একই ওষুধের নানান ব্র্যান্ড নামে মিল থাকে না, ফলে বিভ্রান্তি তৈরি হয়, এই বিভ্রান্তি হয় না জেনেরিক নাম ব্যবহারে।

• দেখা গেছে আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নামের ওষুধগুলির দাম সাধারণভাবে সেই ওষুধেরই ব্র্যান্ডগুলোর চেয়ে অনেক কম।

• কেবল আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নাম ব্যবহার করা হলে ডাক্তারদেরও অল্প কিছু নাম মনে রাখলেই হয়, একগাদা ব্র্যান্ড নাম মনে রাখতে হয় না।

• আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নাম ব্যবহৃত হলে জাতীয় অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকা তৈরি করা সহজ হয়।

• কেবল আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নাম চললে

ব্র্যান্ড নামের প্রচার করতে হয় না, বিজ্ঞাপনে খরচ কমে, ওষুধের দামও কমে।

• দেখা যায় ওষুধের সম্পর্কে সাধারণ মানুষ ও চিকিৎসাকর্মীদের ধোঁয়াশা কাটে আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নাম ব্যবহারে।

কেন ব্র্যান্ড নামে বিভ্রান্তি?

আমাদের দেশে উৎপাদিত বস্তুর পেটেন্ট স্বীকৃত নয়, উৎপাদন-পদ্ধতির পেটেন্ট স্বীকৃত। এই কারণে কোন ওষুধের কোন মালিক নেই, মালিকানা কেবল ওষুধ তৈরির পদ্ধতির। অর্থাৎ একই ওষুধ একাধিক কোম্পানি আলাদা আলাদা পদ্ধতিতে তৈরি করতে পারে। ওষুধের কোন ব্র্যান্ড নাম এক অর্থে কোন একটি কোম্পানির সম্পত্তি। কিন্তু সেখানেও কথা আছে — বেশির ভাগ ব্র্যান্ড নামই কিন্তু নথিভুক্ত করা নয়, কেন না আমাদের দেশে নাম নথিভুক্তিকরণের প্রক্রিয়া খুব জটিল ও তাতে দীর্ঘ সময় লাগে। যে ব্র্যান্ড নামগুলি নথিভুক্ত নয়, যে কেউই সে নাম ব্যবহার করতে পারে। নথিভুক্ত ব্র্যান্ড নামগুলিও আবার অন্য শ্রেণীর পণ্যের জন্য ব্যবহার করা যায়। যেমন 'মারুতি' গাড়ির জন্য নথিভুক্ত নাম, কোন ওষুধের ব্র্যান্ড নাম কিন্তু মারুতি হতেই পারে।

এর ফলে বিভ্রান্তির শেষ নেই।

একই ব্র্যান্ড নামে পাওয়া যায় আলাদা শ্রেণীর ওষুধ।

'Lona'এই নামে ট্রাইটন হেলথকেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড ক্লোনাজিপাম তৈরি করে। ক্লোনাজিপাম মৃগীরোগে, উদ্বেগে ব্যবহার করা হয়। আবার 'Lona' নামে ডাবর তৈরি করে উচ্চরক্তচাপের রোগীদের জন্য কম সোডিয়াম যুক্ত লবণ। তাহলে ডাক্তার 'Lona' লিখলে ওষুধের দোকানি কোনটা দেবেন?

কিছু ব্র্যান্ড নাম এতটাই এক রকম যে গণ্ডগোল হয়ে যায়। কতগুলো উদাহরণ দেখুন —

• A to Z এলেমেডের মাল্টিভিটামিন, AZ-1 কোপ্রানের জীবাণুনাশক এজিথ্রোমাইসিন, AZ কিওর কুইক ফার্মার কৃমির ওষুধ এলবেন্ডাজোল।

• Celib ইউনিকেম ল্যাবের ব্যথার ওষুধ সেলেকক্সিব, Celin গ্ল্যাক্সো স্মিথ ক্লিনের ভিটামিন সি।

• Eltocin ইপকা ল্যাবের জীবাণুনাশক এরিথ্রোমাইসিন, Eltroxin গ্ল্যাক্সো স্মিথ ক্লিনের লিভোথাইরক্সিন যা হাইপোথাইরয়েড রোগে ব্যবহার করা হয়।

• Fasigyn ফাইজারের আমাশার ওষুধ টিনিডাজোল, Fasizym ইনফারের এনজাইম প্রিপারেশন।

• Glyred নোভার্টিসের গ্লাইক্লাজাইড, Glyrep এমকিওর ফার্মার মেটফরমিন; দুটিই অবশ্য ডায়াবেটিসের দুই শ্রেণীর ওষুধ।

• Orfiz নোভার্টিস ফার্মার ORS, Orfix অর্কিডের জীবাণুনাশক সিফিক্সিম।

• Pronim ইউনিকেম লিমিটেডের ব্যথার ওষুধ, Pronil পিআইএল-এর বিষাদের ওষুধ ফ্লুওক্সোটিন।

• Tobitil র‍্যানব্যাক্সির ব্যথার ওষুধ টেনোক্সিকাম, Tobitol পিসিআই-এর যক্ষ্মার ওষুধ ইথামবুটল।

• Trip ফাইজারের বিষাদের ওষুধ নরট্রিপ্টিলিন, Triz ইন্ডোকো রেমিডিজের এলার্জির ওষুধ সেট্রিজিন।

• Vizole এম এল ল্যাবসের কৃমির ওষুধ লিভামিজোল, Vinzole ভিন্টেজ ল্যাবসের পেপ্টিক আলসারের ওষুধ ওমপেরাজোল।

একই কোম্পানি আলাদা ওষুধগুলোকে এতোটা একরকম ব্র্যান্ড নাম দেয় যে গুলিয়ে যায়।

• প্যারেন্টাল তার দুই জীবাণুনাশক এমোক্সিসিলিন ও রক্সিথ্রোমাইসিনের নাম দিয়েছে যথাক্রমে PD-Mox ও PD-Rox।

• পিআইএল-এর দুই মনোরোগের ওষুধ ক্লোমিপ্রামিন ও ক্লোরপ্রোমাজিনের নাম যথাক্রমে Clomine ও Clozine।

• Taxim এবং Taxim-O যথাক্রমে এলকেমের দুই জীবাণুনাশক সেফোট্যাক্সিম ও সেফিক্সিম।

ডাক্তারদেরও গুলিয়ে যায়, কোনটা কোন ওষুধ।

উপরের উদাহরণগুলো থেকে সহজেই বোঝা যায় ব্র্যান্ড নাম থেকে কী পরিমাণ চিকিৎসা-বিভ্রাট হতে পারে।

ব্র্যান্ড নামে দামের ফারাক!

কোম্পানি নিজের ব্র্যান্ডকে পরিচিত করানোর জন্য প্রচার করে, সেই প্রচারের খরচ তোলে রোগীর পকেট

কেটে ওষুধের দামে। তাই একই ওষুধ একেক কোম্পানির ব্র্যান্ডে একেক রকম দাম। যে প্যারাসিটামলের ৫০০ মিগ্রা-র ট্যাবলেট এলবার্ট ডেভিড Parazine নামে বিক্রি করে একেকটা ১৫ পয়সা দামে, ফার্মো সিন্থ ফর্মুলেশন্স লিমিটেড Paranova নামে তা বিক্রি করে একেকটা ৫ টাকা ৯০ পয়সায়। প্রথম ব্র্যান্ডটার তুলনায় পরের ব্র্যান্ডটার দাম প্রায় ৪০ গুণ!

সত্যিই কি জেনেরিক নামের ওষুধের তুলনায় ব্র্যান্ড নামের ওষুধ গুণবত্তায় ভালো?

অনেকে মনে করেন কোম্পানি যখন ব্র্যান্ড নামকে পরিচিত করানোর জন্য এত পয়সা খরচ করেছে তখন সে ওষুধের গুণবত্তার সঙ্গে আপস করবে না। ডাক্তাররাও অনেকে এমনটা বিশ্বাস করেন, তাই দেখি জেনেরিক নামের বিরুদ্ধে ও ব্র্যান্ড নামের সপক্ষে জনমত তৈরি করতে তাঁরা নেমে পড়েন। কিন্তু প্রায়শই দেখা যায় বহুল পরিচিত অনেক ওষুধ কোম্পানি ও ওষুধের ব্র্যান্ড মুনাফার লক্ষ্যে গুণবত্তায় আপস করে। গণস্বাস্থ্য আন্দোলনের কর্মীরা যে সব ক্লিনিক বা হাসপাতাল চালান সেগুলির অভিজ্ঞতা থেকে জোরের সঙ্গেই বলা যায় জেনেরিক নামের ওষুধ ও তার নানান ব্র্যান্ডের কার্যক্ষমতায় কোন ফারাক নেই।

আরেকটা ব্যাপার অনেকেই খেয়াল করেন না। ওষুধের মোড়কের পিছনে 'manufactured at' আর 'marketed by' অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আলাদা কোম্পানি। এমনটা সম্ভব হয় আমাদের দেশের ওষুধ ও প্রসাধনী আইনে 'loan licence'-এর প্রথা থাকার ফলে। ওষুধ নিয়ন্ত্রকের কাছ থেকে লোন লাইসেন্স নিয়ে এক কোম্পানি অন্যের কোম্পানিতে ওষুধ তৈরি করাতে পারে। ফলে নামী কোম্পানির দামি ব্র্যান্ড বলে আমরা যে ওষুধ কিনি, তার অধিকাংশই এমন অনামী কোম্পানিতে তৈরি যারা জেনেরিক ওষুধ তৈরি করে।

জেনেরিক নামের ওষুধ বাজারে পাওয়া মুশকিল

মমতা ব্যানার্জি-নরেন্দ্র মোদি ডাক্তারদের নির্দেশ দিচ্ছেন জেনেরিক নামে ওষুধ লেখার জন্য। কিন্তু জেনেরিক নামে আজকাল ওষুধ উৎপাদিতই হয় না। বড় বড় ওষুধ কোম্পানিগুলোর জেনেরিক ডিভিশনও আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের উৎপাদিত ওষুধে ব্র্যান্ড নাম দেয়, এদের বলা হয় 'ব্র্যান্ডেড জেনেরিক্স'। জেনেরিক নামের প্রেসক্রিপশনে দোকানি তাঁর ইচ্ছা মতো ব্র্যান্ডেড জেনেরিক ওষুধ দেন। স্বভাবতই যে ব্র্যান্ডের ওষুধে তাঁর লাভ বেশি সেটাই তাঁর পছন্দের ওষুধ হয়।

স্পষ্ট অক্ষরে প্রেসক্রিপশন লেখা হোক এমনটা আমরাও চাই।

অনেক ডাক্তারের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তাঁরা এমন দুর্বোধ্য হাতের লেখায় প্রেসক্রিপশন লেখেন যে বিশেষ ওষুধের দোকানি ছাড়া অন্য কেউ তা পড়তে পারেন না। ডাক্তাররা আবার স্পষ্ট অক্ষরে প্রেসক্রিপশন না লেখার পেছনে সময়াভাবকে কারণ দেখান। ২০১৪-র ফেব্রুয়ারিতে এম সি আই স্পষ্ট অক্ষরে, সম্ভব হলে ব্লক ক্যাপিটালে ওষুধ লেখার কথা বলার পর থেকে, পশ্চিমবঙ্গের দুটি জনস্বাস্থ্য কর্মসূচি শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ এবং সুন্দরবন শ্রমজীবী হাসপাতালের কিছু ডাক্তার ব্লক ক্যাপিটালে ওষুধের নাম লেখা শুরু করেন। দেখা গেছে তাঁদের অতিরিক্ত অনেকটা সময় লাগছে এমন নয়। বরং ওষুধ ডিস্পেন্সিং-এ ভুল অনেক কমে গেছে।

সরকার যদি মানুষের কল্যাণ চায়—

তাহলে ডাক্তারদের জেনেরিক প্রেসক্রিপশন করতে বাধ্য করার পাশাপাশি ওষুধ কোম্পানিগুলিকে বাধ্য করুক ব্র্যান্ড নামে ওষুধ উৎপাদন বন্ধ করতে। ব্র্যান্ড নাম না থাকলে ওষুধের দাম এমনিতেই অনেক কমে যাবে।

সরকার যদি চায় ডাক্তাররা যুক্তিপূর্ণ প্রেসক্রিপশন লিখুন, ওষুধের যুক্তিপূর্ণ ব্যবহার করুন, তাহলে—

• সমস্ত অযৌক্তিক, অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকর ওষুধ উৎপাদন বন্ধে কোম্পানিগুলিকে বাধ্য করুক।

• রোগী কোন সমস্যা নিয়ে এলে, কোন কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে, কোন ওষুধ লেখা হবে, কখন বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠানো হবে, তা নির্দিষ্ট থাকুক প্রামাণ্য চিকিৎসা বিধি বা standard treatment guidelines-এ।

• ওষুধ যাঁরা লেখেন তাঁদের ওষুধ সম্পর্কিত বিশদ তথ্য জানাতে থাকুক drug formulary।

এই পদক্ষেপগুলি ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা আর এম সি আই-এর নির্দেশে মানুষের কোনও লাভ হবে না।